AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 06.09.2024 **Time: 7.50P.M**

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) আর জি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার হস্তান্তরের হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে শীর্ষ আদালত কোনো সাড়া দেয়নি।

এদিকে দুর্নীতির তদন্তে ইডি আজ সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়। আটক করা হয়েছে সন্দীপের ব্যক্তিগত সহায়ক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে। এই ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় রায়ের ১৪ দিনের জেল হেফাজত।

২) বিজেপি, আর জি করের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। ১৬ তারিখ পর্যন্ত ধর্মতলায় ধর্ণার পাশাপাশি তারা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পথ সভা করবে বলে দল জানিয়েছে।

অন্যদিকে, এই খুনের ঘটনায় সিবিআই কবে চার্জশিট দাখিল করবে, তৃণমূল কংগ্রেস সেই প্রশ্ন তুলেছে।

৩) আর জি করে ৯ই আগস্ট রাতে তার মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিলেন বলে নির্যাতিতার মা আজ এক খোলা চিঠিতে জানিয়েছেন।

টাকা দিয়ে তিলোত্তমার পরিবারের মুখ বন্ধ করার অভিযোগে কংগ্রেস আজ পথে নামে।

৪) প্রধানমন্ত্রী আজ নতুন দিল্লীতে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হন। এরাজ্য থেকে দুজন এই পুরস্কার পেয়েছেন।

আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তাঁর মতামত না নিয়েই সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার হস্তান্তর করা হয়েছে বলে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ শীর্ষ আদালতে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট আজ তাতে কোন সাড়া দেয়নি।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সামনে হাজির হওয়ার কোনো অধিকারই সন্দীপ ঘোষের নেই। কারণ এই মামলায় তিনিই অভিযুক্ত এবং ইতিমধ্যেই সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া যখন কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারীতে হচ্ছে, তখন এই আবেদনের কোনো সারবত্তা নেই।

সন্দীপ ঘোষের অ্যাটর্নি মীনাক্ষী আরোরা আদালতে সওয়াল করেন, আবেদনে আর্থিক দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়নি, বরং এর সঙ্গে হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসকের ধর্ষন ও খুনের যোগ থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রধানবিচারপতির সঙ্গেই বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্র জানান, দুটি বিষয়ই তদন্তসাপেক্ষ।

উল্লেখ্য, হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলীর আবেদনে সাড়া দিয়ে গত ২৩শে আগষ্ট হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ জানান, আদালতের নজরদারীতে

সিবিআই তদন্ত চলবে। এরপরই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশী চালান। দোসরা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপ ঘোষ সহ আরও তিনজনকে। পরদিন আদালত ধৃতদের ৮ দিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠায়।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নিতীর তদন্তে এনফোর্সমেন্ট নির্দেশালয়-ইডি, আজ সকাল থেকে বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালায়। আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে সকালে ইডি আধিকারিকরা গেলে সেখানে কেউ ছিলনা। ঘন্টা তিনেক পর সন্দীপের স্ত্রী তালা খুলে দিলে ইডি আধিকারিকরা বাড়িতে ঢোকে। সাড়ে ৯ ঘন্টা তল্লাশির পর সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ বেরোন ইডির আধিকারিকরা।

এছাড়া তার সঙ্গে লেনদেনে যুক্ত এবং ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একাধিক ব্যক্তির বাড়িতেও চলে তল্লাশি। ইডি আধিকারিকরা পৌঁছে যান সন্দীপের নিকট আত্মীয় অর্পিতা এবং প্রীতম বেরার ফ্ল্যাটে। সন্দীপের ব্যক্তিগত সহায়ক বলে পরিচয় দেওয়া প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে ইডি আটক করে। তাকে নিয়ে সন্দীপের ক্যানিং-এর বিলাসবহুল বাগান বাড়িতে পৌঁছে যানন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ভাইরাল হওয়া সেমিনার হলের ছবি ও ভিডিও-তে প্রসূনকে অকুস্থলে দেখা গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে তারা প্রসূনকে বাংলো থেকে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এদিন সকাল থেকে তল্লাশি চলে মেডিকেল সরঞ্জাম সরবরাহকারী বিপ্লব সিং এবং বিপ্লব ঘনিষ্ঠ কৌশিক কোলের হাওড়ার বাড়িতে। হুগলি জেলার বৈদ্যবাটিতে সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কুনাল রায়ের বাড়িতেও হানা দেন এনফোর্সমেন্ট

আধিকারিকরা। মাদুরদহে অঙ্কুর রায় এবং সল্টলেক বি ব্লকে স্বপন সাহার বাড়িতেও চলে তল্লাশি। এরা দুজনেই সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ বলে ইডি সূত্রে খবর।

আজ সকালে হুগলীর চন্দননগরে সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়িতে ইডি আধিকারিকরা পৌঁছলেও বাড়ি তালাবন্ধ থাকায় ফিরে আসেন তারা। পাশাপাশি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি সুদীপ্ত রায়ের বাড়িও তালাবন্ধ থাকায় ফিরে আসতে হয় ইডিকে।

এদিকে, এই ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় রায়কে আজ শিয়ালদা আদালতে ভার্চুয়ালি পেশ করা করা হয়। কিন্তু সিবিআইয়ের কোনো আইনজীবী ও তদন্তকারী অফিসার সময় মত হাজিরা দেন নি বলে অভিযোগ। ৪০ মিনিট পর সিবিআইয়ের আইনজীবী সেখানে উপস্থিত হন। এই নিয়ে বিচারকও বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধৃতের আইনজীবী আদালতে সিবিআই তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি সঞ্জয়ের জামিনের আবেদনও জানান। বিচারক অবশ্য সেই আর্জি খারিজ করে তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর সিবিআইয়ের সেই আর্জিই মঞ্জুর করে।

তৃণমূল কংগ্রেস সিবিআইয়ের আদালতে আজকের ঢিলেঢালা আচরণের কড়া সমালোচনা করেছে। দলের নেতা কুনাল ঘোষ, সাংবাদিকদের কাছে এটিকে সিবিআয়ের চরম গাফিলতি হিসাবে দাবি করেন। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা কেন এই মামলাকে লঘু করে দেখছেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

বাইট

আর জি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআই কবে চার্জশিট দাখিল করে অভিযুক্তদের বিচার শুরু করবে, তৃণমূল কংগ্রেস সেই প্রশ্নও তুলেছে। রাজ্যসভায় দলের নেতা ডেরেক ওব্রায়েন আজ এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে এই দাবি করে বলেন, কলকাতা পুলিশ এই মামলায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করেছিল। সিবিআই মামলার দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে বলে দাবি করে। কিন্তু এখনও তারা আর কাউকে আর কাউকে গ্রেপ্তার করতেই পারে নি। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির আগে ডেরেকের ট্যুইট সিবিআইয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করার প্রয়াস বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। আজ নতুন দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠেক দলের মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, নির্যাতিতার বাবা নিজে অভিযোগ করেছেন যে, পুলিশের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক তাকে টাকা দিতে চেয়েছেন। এমন কি গোপন করার রয়েছে যে, তৃণমূল সরকার একজন পুলিশ অফিসারকে পাঠিয়ে পরিবারটিকে টাকা দিতে চাইছে।

বাইট

বিজেপি আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ১৬তারিখ পর্যন্ত ধর্মতলায় ধর্নার পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পথসভা করবে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন,আরজিকরের এই ঘটনা এবং

সরকারের ভূমিকা ও পুলিশকে নিয়ে মিথ্যাচারের বিষয়টি রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের কাছে তুলে ধরতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

শ্রী অধিকারী জানান, শান্তিপূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের অসুবিধা না করে বিজেপি সারা রাজ্যে আজ চাক্কা জাম বা পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে মানুষের কাছে তাদের দাবিগুলি তুলে ধরেছে।

উল্লেখ্য, আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিজেপি আজ রাজ্য জুড়ে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচী পালন করে। কলকাতার সল্টলেক করুণাময়ী মোড়, লেকটাইন ঘড়িমোড়, বেহালা, বর্ধমান-আসানসোলের বারাবনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর, বীরভূমের সিউড়িতে পথ অবরোধ করা হয়। বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ অবরোধ তুলে দেয় বলে খবর।

উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় বিজেপির পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। শিলিগুড়িতে বিধানসভার বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে দার্জিলিং মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে। করা হয় থানা ঘেরাও।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গত ৯ই আগষ্ট রাতে তাঁর মেয়েকে ধর্ষন করে খুন করে দেওয়ার ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে তথ্য প্রমান লোপাট করার ব্যবস্থা করেছিল বলে নিহত তরুনী চিকিতসকের মা জানিয়েছেন। এক খোলা চিঠিতে তিনি এই ঘটনায় যারা আন্দোলন করছেন সেই সব শিক্ষক ও আন্দোলনকারীদের ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি ঘটনার

কোন তথ্যপ্রমান থাকলে তা প্রকাশ্যে আনার জন্যে তিনি রাজ্যের সব চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

আর জি কর কাণ্ডে ডিসি নর্থের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে তিলোত্তমার পরিবারের মুখ বন্ধ করার অভিযোগে ও তার অপসারণের দাবিতে কংগ্রেস আজ পথে নামে । উত্তর ও মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রাজাবাজার থেকে মানিকতলা হয়ে ডি সি নর্থ এর কার্যালয়ে পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেয় তারা।

মিছিলে অনেক কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের টাকা হাতে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায়। ডি সি নর্থ এর কার্যালয়ের সামনে মিছিল আসার বেশ কিছু আগে এ পি সি রোডে ব্যারিকেড করে পুলিশ তা আটকে দেয়। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের কার্যত ধস্তাধস্তি বেধে যায়।প্রথম ব্যারি কেড ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বেরিকেড এ পুলিশ তাদের আটকে দেয়। প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা সেখানে এপিসি রোডের উপর বসে পড়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে ।

বিক্ষভকারিরা নগরপালের পদত্যাগেরও দাবি জানানোর পাশাপাশি উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান দিতে থাকেন। পরে পুলিশ, ভ্যানে তুলে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, বাংলার মানুষ অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছে।

এদিকে, আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের গেট থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত আজ এক মিছিল বের করা হয়। রাজাবাজার

সায়েন্স কলেজ আয়োজিত মিছিলে ঐ কলেজের অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও প্রাক্তনীরা ছাড়াও ছিলেন আমন্ত্রিত চিকিৎসক এবং সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, এস এন বোস, বোস ইনস্টিটিউট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষকরাও।

অন্যদিকে, তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গা বাহিনীর পক্ষ থেকে আগামীকাল শ্যামবাজার ৫ মাথার মোড় ও ওয়েলিংটনের মধ্যে কলকাতা চলো মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। গোলপার্ক থেকেও আগামীকাল বিকেল ৫ টায় এক মিছিলে অসুস্থ ওসির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

আর জি কর কান্ডে বিচারের দাবীতে ডাক্তাররা নানা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন। আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ রবিবার বিকাল ৩ টায় নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহা মিছিলের ডাক দিয়েছে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নারীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশেষ "দশভূজা" সুরক্ষা কবজের সূচনা করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

"দশভূজা" সুরক্ষা কবজে ১০ বিষয়ে সুরক্ষা দল গঠন হবে। যার মধ্যে আজ রাক্ষসাক,শক্তি, ও জাগরিতি দলের সূচনা হলো। মূলত নারীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই দলের গঠন। মোটর বাইকে করে রাক্ষসাক বাহিনী বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ

গাইঘাটা বাগদা গোপালনগর এর বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ফোন আসতেই সেইখানে পৌঁছে যাবে এই বিশেষ সুরক্ষা দল।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবার দুজন জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদা পেয়েছেন। নতুন দিল্লিতে গতকাল শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁদের হাতে এই সম্মান তুলে দেন। আজ দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বাসভবনে পুরস্কৃত ওই শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হন। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একে অপরের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে নিজেদের শিক্ষা এবং কার্যকারিতা ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানান। আলাপচারিতায় শ্রী মোদী, জাতীয় শিক্ষানীতির প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলচোনা করে বিভিন্ন ভাষায় স্থানীয় বিষয়গুলি শেখানোর জন্য শিক্ষকদের পরামর্শ দেন, যাতে তারা বিভিন্ন ভাষা সহ ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় সমস্কৃতির বিষয় গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

এরাজ্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিনাঁখার শালবাগানের জি এস অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশান্ত কুমার মারিক বিদ্যাধরী নদীর ধারে প্রান্তিক আদিবাসী ছেলেমেয়েদের খেলার ছলে পড়াশুনার প্রতি আকৃষ্ট করে সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রবিবারেও তিনি স্কুলে যান। বাচ্চাদের শৌচালয় ও বাগান পরিচর্যা করেন নিজে হাতে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে আকাশবাণীকে তিনি বলেন, দরিদ্র প্রান্তিক পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে শিক্ষকদের আরো বেশি মানবিক হওয়া প্রয়োজন।

বাইট প্রশান্ত কুমার মারিক।

যথেচ্ছ হারে বন ধ্বংস করার ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে এমন অর্কিড সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন ও সংরক্ষণের কাজ করে জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদা পেয়েছেন শিলিগুড়ির মাটিগাড়া নরসিংহ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক আশীষ কুমার রায়। তিনি এই সম্মান ছাত্র-ছাত্রী সহকর্মী ও রাজ্যবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান। তিনি বলেন, প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা, শিশু বয়স থেকেই দেওয়া প্রয়োজন।

বাইট আশীষ কুমার রায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো - পি আই বি কলকাতার উদ্যোগে আজ আলিপুরদুয়ারে 'বার্তালাপ' শীর্ষক এক আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ মনোজ টিগ্গা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির খবর তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেবার জন্য সংবাদমাধ্যমের প্রতি আহবান জানান। 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের অঙ্গ হিসাবে প্রতীকী চারাগাছ রোপণ করেন তিনি। জেলার দুই বিশিষ্ট বর্ষীয়ান সাংবাদিককে সম্মাননা জ্ঞাপনও করেন শ্রীটিগ্গা।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ও সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পূর্বাঞ্চলীয় মহানির্দেশক টিভিএস রেড্ডি, পি আই বি-র কাজকর্মের নানা দিক তুলে ধরেন। অতিরিক্ত মহানির্দেশক শম্ভুনাথ চৌধুরী 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে নানা উদ্ভাবনী কাজে পি আই বি-র সক্রিয় ভূমিকার উল্লেখ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন পি আই বি কলকাতার উপ অধিকর্তা অরিজিত চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে আলিপরদুয়ারের উন্নয়নে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়ে বলেন লিড ব্যাঙ্ক ম্যানেজার লিপিকা রায়। নাবার্ডের ভূমিকা নিয়ে বলেন জয়ন্ত থোকদার।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০ জন সাংবাদিক এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

----------------------------------- -----------------------------------